যুগান্তর

তারিখ ... 09 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন

দুর্গম পার্বত্য এলাকার শিশুদের জন্য হচ্ছে ১৩ আবাসিক স্কুল

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের তিন পার্বত্য জেলায় ১৩টি নতুন আবাসিক হাইস্কুল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি পুরনো ৪২টি হাইস্কুলে ৫৫টি হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আবাসিক স্কুলগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হলে দুর্গম পার্বত্য এলাকার শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া নিশ্চিত হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এএস মাহমুদ শনিবার বিকালে এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা এসব স্কুল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি হয়েছে। তার আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টিম সরেজমিন পরিদর্শন করে আসে। সে অনুযায়ী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা, স্থান নির্ধারণ ও অন্যান্য কাজ শেষ হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্প অনুমোদনের লক্ষ্যে একনেকে পাঠানো হবে। জানা গেছে, এ লক্ষ্যে 'তিন পার্বত্য জেলায় নতুন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যমান বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ' নামে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এর ব্যয় ধরা হয়েছে ৮০৬ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার টাকা। প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) চূড়ান্ত করার জন্য সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) শীর্ষ কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন। বৈঠক সূত্র জানায়, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির শিক্ষার্থী ও জনসংখ্যার মধ্যে বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর অনুপাত, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দূরত্ব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

দুর্গম পার্বত্য এলাকার শিশুদের জন্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নতুন ১৩টি আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া নতুন বিদ্যালয়ে ২৬টি এবং পুরনো ১৯টি সরকারি ও ১০টি বেসরকারি মডেল স্কুলে যথাক্রমে ৩৫টি ও ২০টি হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় নতুন বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পভুক্ত ৩৯টি স্কুলের জন্য ২০০ আসনের এবং ৪২টি স্কুলের জন্য ১৫০ আসনের হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩৭২ কোটি ২১ লাখ ৯৯ হাজার টাকা। ১৩টি স্কুল নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ কোটি ৬২ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। এছাড়া আসবাবপত্র, যানবাহন, বই, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন খাতে মোট ৮০৬ কোটি ৫৪ লাখ ৫২ হাজার টাকা প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে। ডিপিপিতে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকার মাত্র ২৯টি বিদ্যালয়ের তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে আটটি বিদ্যালয়ের আটটি হোস্টেলে আসন সংখ্যা ২৯৪। কিন্তু শিক্ষার্থী থাকে ১৫২ জন। বাকি ৪২টি বিদ্যালয়ে ১৪ হাজার ১০০ আসনে ৮১টি হোস্টেল নির্মাণের যৌক্তিকতা ডিপিপিতে উল্লেখ নেই। সূত্র জানায়, মাউশির '৩৩২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাদি সৃষ্টি' প্রকল্পের ১৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯টি হোস্টেল নির্মাণের কথা রয়েছে। এজন্য উভয় প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় করে ডিপিপি চূড়ান্ত করতে মাউশিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি ও নতুন বিদ্যালয়ের হোস্টেলের জন্য ৬৭১টি পদে রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবল নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বাকি হোস্টেলের জনবল নিয়োগের প্রস্তাব নেই। যে কারণে প্রতিটি হোস্টেলের জন্য সমানসংখ্যক জনবল নিয়োগের জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য মতে, তিন জেলায় ২৭১টি বিদ্যালয়ে এক লাখ ১৪ হাজার ৮৬৭ শিক্ষার্থীর জন্য ৯৪টি হোস্টেল রয়েছে। তবে আসন সংখ্যা ও বসবাসকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যার তথ্য নেই। এজন্য প্রকল্প এলাকার স্কুলের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, আবাসন সুবিধার তথ্য ডিপিপিতে যুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান নিশ্চিত ও কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য সমানসংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ করার জন্য ডিপিপিতে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া মাউশির টিকিইউআই ও সেসিপ প্রকল্পের তিনটি গাড়ি এ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দেন। তারমধ্যে একটি ছিল তিন পার্বত্য এলাকায় আবাসিক স্কুল নির্মাণসংক্রান্ত।